এক

সৌভাগ্যই বলতে হবে।

হ্যাঁ, তাই। নইলে হতাহতের মধ্যে সে অবশ্যই থাকত। বাস এক্সিডেন্টে যারা মারা গেছে তাদের মধ্যে সে থাকতে পারত। নতুবা হাসপাতালে যারা গেছে তাদের সাথে গেলেও যেতে হত। ওযে কোনটাতে নেই সেটাই ওর সৌভাগ্য। ওর খেয়ালী জীবনের কিছু অংশ যেখানে কাটিয়েছে, সেই তারুণ্যের আকাশ ছোঁয়া স্বপ্নের রঙিন দিনগুলোর স্মৃতি আজ ওকে উতলা করে তুলছে। একদিন পরিকল্পনাহীন অনিশ্চিত অজানা পথে বেরিয়ে পড়ে সে কল্পনা করতে পারেনি অনেকগুলো অপরিচিত মানুষের মন কাঁড়তে পারবে। অনেক প্রাণের ভালোবাসা, অনাকাঙ্ক্ষিত রোমাঞ্চকর মুহূর্ত, সে যাদের সংস্পর্শে এসে পেয়েছে– তা একটা উত্তম সাহিত্য সৃষ্টিতে সম্পূর্ণ সহায়ক। সে মাঝে মাঝে হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করা চিঠিপত্র অনেকের কাছ থেকে পায়, তাতে চঞ্চল না হয়ে সেও প্রেরকের অন্তরে ঢেউ জাগাবার মতো খত লিখে প্রতিউত্তর দিয়ে থাকে। কিন্তু আজকের চিঠিটা তাকে ভীষণভাবে উতলা করে তুললো।

চিঠিটা লিখেছে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবুল বাসেত খন্দকার। বরিশালের এক নিভৃত পল্লীর উচ্চ বংশের, স্থানীয় ভাষায় খোন্‌কার বাড়ির ছেলে। অনেকগুলো পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠতা থাকলেও এই খন্দকার পরিবারের সাথে রাসেদের সম্পর্ক সবাইকে টপকে অনেক উপরে স্থান পেয়েছে। এই পরিবারে তার উচ্চ আসনটি বাসেতের মায়ের কল্যাণেই। তাই রাসেদ, বন্ধুর মাকে নিজের মায়ের সাথে এক নিক্তিতে ফেলে হৃদয়ে স্থান দিয়ে রেখেছে।

বন্ধু ও বন্ধু-পত্নীর চিঠি আজ পেয়েছে। তাদের রসিকতা রাসেদকে একটুও চঞ্চল করতে পারেনি। তবে একটি মাত্র আবেদন তাকে আলোড়িত করল। নির্দিষ্ট দিন তারিখ ফেলে যাওয়ার পর তাগাদা। এই তাগাদা আর কারও নয়– স্বয়ং মায়ের। এটা মায়ের আদেশ। অতএব বরিশালের অন্যান্য বন্ধু-

বান্ধবীদের পাঠানো চিঠির মতো মনে করে কেবলমাত্র উত্তর লিখেই কর্তব্য শেষ করা রাসেদের বিবেকে বাধলো। সে তার মায়ের কাছে গেল।

মা তো শুনে অবাক! তা যেতে বলেছে বলে আজই?

তাদের দেয়া সময়ের মধ্যে আবার যেতে হবে তো!

তুই একদিন বলেছিস তার একটি মাত্র মেয়ে, তাও বিয়ে হয়ে গেছে।

বলেছি, কিন্তু সেকথা কেন মা?

মেয়ে থাকলে তো দিন তারিখ ফেলে ডেকে নিয়ে গিয়ে বিয়ের প্রশ্ন আসতো, তা যখন নেই, তখন এতো ব্যস্ততা কেন?

মায়ের কথায় রাসেদ ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেল। সে মাথা নিচু করে স্থির হয়ে রইল। তার সমস্ত চেহারা যেন লাল হয়ে গেল। মা বুঝতে পেরে বললেন– তা যেতে বলেছে যাস, দু'দিন পরেই যা, এতো তাড়াহুড়ো কেন?

মায়ের মুখে হাসি দেখে জড়তা কাটিয়ে রাসেদ বললো– আজ যাচ্ছিনে, আগামীকাল যাব।

রাসেদ তার মাকে কোনো কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো। এখনই তার স্থানীয় বন্ধুদের এই খবরটি না দিলে সে হালকা হতে পারছে না।

পরদিন মায়ের আবদার, বাবার তিরস্কার আরও অনেক ঝামেলা এড়িয়ে বিকাল তিনটার দিকে রাসেদ বেডিং পত্র নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। স্টেশনে পৌঁছতে একটু দেরি হয়ে গেল। তার পৌঁছবার দশ মিনিট পূর্বেই রেলগাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। শূন্য স্টেশনটার চতুর্দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখলো আর কোনো যাত্রী তার মতো ট্রেন ফেল করে দাঁড়িয়ে আছে কিনা।

না। তার মতো কোনো হতভাগা নেই।

রেল কোম্পানীর এক কর্মচারী রাসেদকে চিনে। তিনি এগিয়ে এসে তার কাঁধে হাত রেখে বললেন– রাসেদ মিয়া যে! কি ব্যাপার, ট্রেন ফেল করলেন নাকি?

বুঝতেই তো পারছেন।

একান্ত জরুরি হয়ে পড়লে তাহলে বাসে যান না! নইলে কাল আসুন আমি আপনার জন্য টিকিট নিয়ে রাখব।

আমাকে আজই যেতে হবে। আচ্ছা তাহলে বাসেই যাই, কেমন?

তাই যান।

রাসেদ ছুটলো বাস স্ট্যান্ডের দিকে।

স্ট্যান্ডে কয়েকটি বাস দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু তার একটিরও ছাড়বার ব্যস্ততা নেই। কাউন্টারে ঢুকে রাসেদ জিজ্ঞেস করলো, বাস কতক্ষণ পর ছাড়বে?

চল্লিশ মিনিট পর।

সাড়ে চারটার বাস তাহলে চলে গেছে?

এইতো পাঁচ মিনিট আগে ছেড়ে গেছে।

রাসেদ যেন ক্ষেপে উঠলো। রাগে গর গর করতে করতে বললো– কেন পাঁচ মিনিট পরে ছাড়বার আদেশ দিতে পারেননি! যতসব!

রাসেদের ধমক শুনে ম্যানেজার থতমত খেয়ে ওর দিকে চেয়ে রইলেন। তিনি এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে ভদ্রভাবে বললেন– শান্ত হোন। আমাদের সময় নিয়ে সজাগ থাকতে হয়। আপনি সময়মত আসতে পারেননি বলে নিজেকে তিরস্কার করতে পারেন, আমাদের উপর দোষারোপ করতে পারেন না।

সেই মুহূর্তে রাসেদ আর কি বলবে খুঁজে না পেয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। চারপাশে বেশ কিছু লোকজন ছিল তারা ওর ভাব সাব দেখে মুখ টিপে হাসছিল। পরিচিত একজন এগিয়ে এসে ওর হাত ধরে বললো– এই অবেলায় আর কোথাও না গিয়ে আমাদের বাড়ি চল।

রাসেদ কোনো কথা না বলে এক হ্যাচ্‌কা টানে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বাড়ির পথ ধরল। বাড়ি গিয়ে কারও সাথে কথা না বলে নিজের ঘরে ঢুকল। এই যে যেতে পারল না, তার জন্যে কার ঘাড়ে দোষ চাপাবে! নিজের প্রতি না তার ভাগ্যের প্রতি– এই নিয়ে সে মানসিক দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ল।

সন্ধ্যা সাতটার সময় তার ছোট ভাই বাজার থেকে ফিরে এসে সংবাদ দিল– সাড়ে চারটার বাস ঝিকরগাছা বাজারের নিকটে ট্রাকের সাথে ধাক্কা লেগে